গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৬ আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, রমনা, ঢাকা।
www. mor.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা---------- ।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ও ভবন হইতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করিয়া ভূমি ও ভবনের দখল পুণরুদ্ধার এবং ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা নির্ধারণ ও বকেয়া পাওনা আদায়কল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে 'স্থাবর সম্পত্তি' (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করে;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই আইন বাংলাদেশ রেলওয়ে 'স্থাবর সম্পত্তি' (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন-২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন নিযুক্ত চিফ এস্টেট অফিসার, বিভাগীয় এষ্টেট অফিসার এবং সহকারী এস্টেট অফিসার পদবির যে কোন কর্মকর্তা;

(২) 'কর্মকর্তা' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্যূন আমিন পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা;

(৩) 'থানা' অর্থ গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের অধীন রেলওয়ে থানা;

(৪) 'বাহিনী' অর্থ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন-২০১৬ মোতাবেক গঠিত বাহিনী;

(৫) 'স্থাবর সম্পত্তি' অর্থ রেলওয়ে প্রশাসনের মালিকানাধীন বা জিম্মায় বা অধিকারে থাকা ভূমি, ভবন, জলাশয়, গাছপালা, স্থাপনাদি এবং ইহার অংশ বিশেষ;

(৬) 'ভবন' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাভূক্ত অথবা দখলে অথবা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত ভবন।

(৭) 'রেলভূমি' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন, দখলীয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত সকল ভূমি, ভূমিতে অবস্থিত জলাশয় এবং গাছ-পালা;

(৮) 'রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ' বলিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক/মহাব্যবস্থাপক কে বুঝাইবে;

(৯) 'অবৈধ দখল' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন রেলভূমি, ভবন, জলাশয়, গাছপালা, স্থাপনাদি এবং উহার অংশ বিশেষ যাহা বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য অনুমতি বা কর্তৃত্ব এবং আবশ্যকমত আইনানুগ দলিল সম্পাদন ব্যতীত অধিকারে রাখা;

(১০) **অবৈধ দখলাদার অর্থে নিম্নোক্ত ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে-**

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ যাহা বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য অনুমতি বা কর্তৃত্ব এবং আবশ্যকমত আইনানুগ দলিল সম্পাদন ব্যতীত অধিকারে রাখা;

(খ) লাইসেন্স বা ইজারা বা বন্দোবস্ত বা ভাড়া গ্রহণের সময়সীমা অবসান অথবা বাতিল হওয়ার পরও লাইসেন্সী বা ইজারাদার বা বন্দোবস্ত গ্রহীতা বা বরাদ্দ গ্রহিতা কর্তৃক ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষে দখল বজায় রাখা;

(গ) লাইসেন্সী বা ইজারাদার বা বন্দোবস্ত গ্রহিতা বা লীজ গ্রহিতা বা ভাড়টিয়া বা বরাদ্দ গ্রহিতার নিকট হইতে ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ লিখিত বা মৌখিকভাবে বা অন্য কোন উপায়ে অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখা;

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশ রেলওয়ের ভবন বা ভূমি বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষে দখলে সহায়তাকারী ও প্ররোচনা প্রদানকারী;

(ঙ) সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বলিতে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সভাপতি/সম্পাদক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সচিবসহ কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য বুঝাইবে;

[২য় পাতায় দ্রষ্টব্য]

(১১) (ক) লাইসেন্স শব্দটি ১৮৮২ সালের দি ইজমেন্ট এ্যাক্ট, ইজারা এবং বন্দোবস্ত শব্দটি বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৬ এ বর্ণিত শব্দের একই অর্থ বুঝাইবে এবং বাসা-ভাড়া শব্দটি বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসা বরাদ্দ নীতিমালায় বর্ণিত শব্দের অনুরূপ অর্থ বুঝাইবে এবং লাইসেন্সী, ইজারাদার, বন্দোবস্ত গ্রহিতা, ভাড়াটিয়া এবং বরাদ্দ গ্রহিতা বলিতে তাহার ওয়ারিশ, আইনানুগ প্রতিনিধি, পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি বা ভবনে তাহাদের কর্তৃক দখল হস্তান্তরকৃত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১২) 'ইজারা' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারিত হারে ফি আদায়ের বিনিময়ে অথবা উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে দেওয়া সাময়িক বন্দোবস্ত;

(১৩) 'ইজারাদার' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বিনিময়ে অথবা উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য অনুমতি বা কর্তৃত্ব বা আবশ্যকমত আইনানুগ দলিল সম্পাদন করিয়া ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন;

(১৪) 'লাইসেন্সী' অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৬ অনুসারে বাংলাদেশ রেলওয়ের কোন অব্যবহৃত ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বিনিময়ে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা;

(১৫) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Railway Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এবং The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Odinance-1970 (Ordinance-XXIV of 1970) এবং রেলওয়ে সম্পর্কিত অন্যান্য আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের এখতিয়ার ও ক্ষমতা**।

এই আইনের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থাবর সম্পত্তিতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করিতে পারিবেন; তাহা ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের এখতিয়ারভূক্ত এলাকায়-

(I) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ।

(II) ভ্রাম্যমান আদালতের তফসীলভুক্ত আইনের প্রয়োগ।

৫। **রেলওয়ে ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ হইতে উচ্ছেদ ঃ** এই আইন জারি হওয়ার পূর্বে বা পরে যদি ইজারাকৃত কোন ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষের ইজারার মেয়াদ শেষ হয় বা কোন চুক্তিভঙ্গের জন্য বা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গের জন্য অথবা শর্ত বা মেয়াদ অনুসারে ইজারা সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে অথবা অন্যভাবে যদি ইজারাদার উক্ত ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ খালি করিতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন প্রচলিত আইনে যাহাই থাকুক না কেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই আইন অনুসারে স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা কর্তৃপক্ষ বা কাহারো নিকট হইতে লিখিত বা মৌখিক তথ্য বা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইজারাদারকে উচ্ছেদ করিয়া বা ইজারাকৃত ভূমির উপরস্থিত যে কোন ভবন বা স্থাপনা ধবংস বা অপসারণ করিয়া উক্ত ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করিয়া বাংলাদেশ রেলওয়ে দখলে আনিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' অনুরূপ ভবন বা স্থাপনা অপসারণ ও ধবংস করিবার পূর্বে এই ধারার অধীনে নির্ধারিত নিয়মে ইজারাদারকে ০৭ দিনের মধ্যে উক্ত স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য নোটিশ দিতে পারিবেন।

৬। **কতিপয় ক্ষেত্রে ইজারার বৈধতা নির্ধারণ ও ভবন পুনরুদ্ধার ঃ** (১) যেখানে কোন ভবন বা উহার অংশ বিশেষের ইজারাদাতা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, সেখানে এই ধরনের ভবন বা উহার অংশ বিশেষ প্রচলিত আইন বা বলবৎ কোন চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ভবন বা উহার অংশ বিশেষের সব ধরনের ইজারার অবসান হইবে-

(ক) কোন কর্মচারীর বরখাস্ত, অপসারণ, পদত্যাগ, অবসর অথবা মৃত্যুজনিত কারণে অথবা তার কর্মস্থল হইতে অন্যত্র বদলির ফলে,

[৩য় পাতায় দ্রষ্টব্য]

(খ) ইজারাদারের স্বার্থ চুক্তিমূলে হস্তান্তর, বন্ধক, দরপত্তনি বা অন্য কারণে;

(২) কোন ভবন বা ভূমি বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষে ইজারা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, (১) উপ-ধারা অনুসরণ করিতে হইবে। অন্য কোন প্রচলিত আইন বা চুক্তিতে অন্য কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও ইজারাদাতাকে এই ধরনের ভবন বা উহার অংশ বিশেষের দখল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঐক্ষেত্রে ইজারাদার বা মালিকানা দাবিদার ব্যক্তিবর্গকে উচ্ছেদ করিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উক্ত ভবন বা ভূমি বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষে পুনরায় প্রবেশ করিবার পূর্বে ইজারাদারকে এই আইনে নির্ধারিত নিয়মে ০৭ দিনের মধ্যে উক্ত ভবন বা উহার অংশ খালি করিয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

৭। **অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ** ঃ (১) যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিজস্ব ক্ষমতাবলে বা কাহারো নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যথাযথ তদন্তপূর্বক সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ বিশেষে অবৈধ দখলদার; তখন তিনি তাহাকে উক্ত রেলভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে খালি করিয়া দেওয়ার জন্য নোটিশ দিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মনে করেন যে, নোটিশ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে দেওয়া জনস্বার্থের অনুকূল নয় তখন তিনি অনধিক ০৩ (তিন) দিনের সময় প্রদান করিয়া নোটিশ দিতে পারিবে;

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অনুসারে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত ভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ বিশেষ তাহার দখল হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালি করিয়া দিতে ব্যর্থ হয় অথবা অস্বীকার করে, তখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আইনত অবৈধ দখলদার ব্যক্তিবর্গকে উচ্ছেদ করিয়া বা উক্ত ভূমিতে নির্মিত কোন ভবনের কাঠামো বা স্থাপনা ধ্বংস বা অপসারণের মাধ্যমে উক্ত ভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ বিশেষ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দখলে নিতে পারিবে;

৮। **দখল পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা** ঃ যে কোন ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা স্থাপনা বা উহার অংশ বিশেষ দখল পুরুদ্ধারকল্পে ৫, ৬ ও ৭ ধারার আওতায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে বা করাইতে পারিবে; এবং উক্ত শক্তি প্রয়োগে গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন;

৯। **বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থাবর সম্পত্তি, অবৈধ দখলে রাখা ইত্যাদির দন্ড**।- কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ রেলওয়ে 'স্থাবর সম্পত্তি' অবৈধভাবে অর্জন করিলে বা দখল করিলে বা দখলে রাখিলে বা দখল করিবার বা রাখিবার চেষ্টা করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১০। (ক) **অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনাকারী এবং সহায়তাকারীর দন্ড**।- কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিলে অথবা সহায়তা করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থাবর সম্পত্তি অবৈধ দখলে রাখিবার কালে ভূমি বা ভবন বা জলাশয় বা রেলওয়ের কোন সামগ্রী বিনষ্ট বা শ্রেণী পরিবর্তন করে তবে তিনি অনধিক ০৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১। **আপীল**।- (i) এই আইনের ধারা ৯ ও ১০ এর অধীন কোন দন্ড আরোপের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;

(ii) ৫, ৬, ৭ ও ১৭ ধারার আওতায় জারিকৃত আদেশের ফলে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তিনি নোটিশ জারির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(iii) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের আদেশে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আপীলের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

১২। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**:- এই আইনের অধীন অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable), আপোষযোগ্য (compoundable) ও জামিন অযোগ্য (nonbailable) হইবে।

[৪র্থ পাতায় দ্রষ্টব্য]

১৩। **বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা, ইত্যাদি**।- (১) বাংলাদেশ গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ কিংবা বাহিনীর কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য অপরাধের বিষয়ে জ্ঞাত হইলে কিংবা রেলওয়ে থানায় যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা তাহার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন অপরাধে জড়িত রহিয়াছেন মর্মে অভিযোগ আনয়ন বা প্রেরণ করিলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানমতে গ্রেফতার পরবর্তী সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) বাহিনীর কোনো অফিসার/সদস্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অনতি বিলম্বে তাহাকে নিকটবর্তী রেলওয়ে থানায় কিংবা রেলওয়ে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হাজির করিতে হইবে।

১৪। **তদন্ত, ইত্যাদি**।- রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর অধীন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করিবেন; উক্ত তদন্তের ক্ষেত্রে রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৬ ও ১৫৭ ধারার ক্ষমতা ভোগ করিবেন।

১৫। **উপস্থিতির জন্য নোটিশ জারির ক্ষমতা**।- (১) তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ, দলিল দাখিল বা কোনো ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন মনে করিলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ ব্যক্তির উপর ফৌজদারী কার্যবিধির-১৬০ ধারা মতে উপস্থিতির জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

১৬। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত**।- এই আইনের অধীন অবৈধ দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে রক্ষিত বা ব্যবহৃত বস্তু, যন্ত্রপাতি, প্রাণি, গাড়ি, যানবাহন, গাছ-পালা ইত্যাদি বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং উহা বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। **অবৈধ দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ** ঃ (১) কোন ভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ বিশেষের কোন প্রকার ক্ষতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন উক্ত অবৈধ দখলদার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ হওয়া মাত্রই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীকে নির্ধারিত নিয়মে নোটিশ জারির তারিখ হইতে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে;

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী যদি ইজারাদার কোন ভূমি বা ভবন বা স্থাপনা বা জলাশয় বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পরিশোধযোগ্য ইজারার অর্থ বকেয়া রাখে তাহা হইলে সরকারী দাবী পাওনা আইন, ১৯১৩ (Public Demand Recovery Act, 1913) অনুযায়ী রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাহা আদায় করিতে পারিবে;

১৮। **রক্ষাকবচ** ঃ এই আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের জন্য অথবা কর্ম করিবার ইচ্ছা পোষণের জন্য সরকার অথবা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না;

১৯। **দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা** ঃ এই আইনের আওতায় কোন ভূমি, ইমারত বা উহার অংশ দখলে আনিবার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বারণ করিয়া কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক কোন মামলা বা কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাইবে না।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।